যায়যায়দিন

তারিখ ..... 10 NOV 2008

অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন

দেশে চার শতাধিক বেসরকারি কলেজে দীর্ঘদিন ধরে অধ্যক্ষের পদ শূন্য রয়েছে। একইভাবে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে পাঁচ শতাধিক মাধ্যমিক স্কুলেও দীর্ঘদিন প্রধান শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ পদ শূন্য রয়েছে। বর্তমানে এসব প্রতিষ্ঠান চলছে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়ে।

যায়যায়দিনের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, চার শতাধিক বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষের শূন্যপদ অনতিবিলম্বে পূরণের দাবি জানিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অধ্যক্ষ নিয়োগের অনুমোদন চেয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে ফাইল পাঠায়। প্রধান উপদেষ্টা ফাইলে অনুমোদনও দেন। কিন্তু অনুমোদন দেয়ার পর পাঁচ মাস অতিবাহিত হয়ে গেলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেনি।

জানা যায়, দেশে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা প্রায় ১৫ হাজার। এর মধ্যে ৩১৭টি সরকারি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবের ভাষ্যমতে, দেশের ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে একশরও কম স্কুলে প্রধান শিক্ষক আছেন। বাকিগুলো চলছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়ে। তেমনভাবে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে শতিনেক চলছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়ে।

একটি কলেজ বা বিদ্যালয়ে সর্বেসর্বা ব্যক্তি হলেন অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষক। অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষক তার নেতৃত্বের গুণাবলী দিয়ে পুরো প্রতিষ্ঠানকে সচল রাখেন, সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানটির প্রধান ব্যক্তিই যদি না থাকেন, তাহলে প্রতিষ্ঠানটি হয়ে পড়ে স্থবির। বর্তমানে এ রকম স্থবির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ৯০০।

প্রশ্ন দাঁড়ায়, এতো অধিক সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বময় ব্যক্তির পদ কেন ভারপ্রাপ্ত দিয়ে চালানো হচ্ছে। এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জানান, ভারপ্রাপ্ত দিয়ে চালানোর মানেই হলো পদোন্নতি দেয়া যাচ্ছে না। এর একটি বড় কারণ ফিডার পদে যোগ্য লোকের অভাব। আর শিক্ষা মন্ত্রণালয় পদোন্নতি দিতে পারছে না আইনগত জটিলতার কারণে।

মাধ্যমিক স্কুলে প্রধান শিক্ষক হওয়ার নীতিমালায় বলা হয়েছে, ১৫ বছর শিক্ষকতা করার পর কাউকে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য বিবেচনা করা হবে। প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হওয়ার জন্য ১৫ বছরের মধ্যে অন্তত তিন বছর সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং কমপক্ষে গ্র্যাজুয়েট হতে হবে, সেই সঙ্গে বিএড ডিগ্রিও থাকতে হবে। অধ্যক্ষ পদে নিয়োগের জন্যও অনুরূপ যোগ্যতার পাশাপাশি আরো কিছু যোগ্যতার প্রয়োজন।

বাংলাদেশের শিক্ষক সমিতির নেতাদের মতে, প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষ হওয়ার জন্য যোগ্যতার এমন সব মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ৩০ বছর শিক্ষকতা করেও অনেকের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়।

ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষের এতো আধিক্যের মূল কারণ হিসেবে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও সরকারের সিদ্ধান্তহীনতাকে অনেকটা দায়ী করা গেলেও বিদ্যালয় ও কলেজের ম্যানেজিং কমিটির স্বেচ্ছাচারিতাও কিন্তু কম দায়ী নয়। দেখা যায়, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকরা ম্যানেজিং কমিটির বিশেষ অনুকম্পায় বহাল থাকছেন। ম্যানেজিং কমিটির সুবিধাটি হলো, ভারপ্রাপ্ত থাকলে যতোটা প্রভাব খাটানো যায় পূর্ণাঙ্গ অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষক হলে ততোটা যায় না। ফলে ম্যানেজিং কমিটির আগ্রহে ভারপ্রাপ্তরা দিনের পর দিন তাদের প্রতিষ্ঠানের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকেন।

শিক্ষা একটি জাতির উন্মেষের প্রধান নিয়ামক। আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতি গঠনের কারখানা। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সচল রেখে জাতিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য যোগ্যতার অপ্রয়োজনীয় মাপকাঠি শিথিল করে সিনিয়র, দক্ষ শিক্ষকদের মধ্য থেকে প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষ নিয়োগের স্থায়ী ব্যবস্থা করে শিক্ষা কার্যক্রম সচল রাখা উচিত। আমরা এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।